শাইখ ইউসুফ আল ক্বারাদাওয়ীকে যেমন দেখেছি

তকী উসমানী

প্রবন্ধটি ইসলামের বিভিন্ন বিষয়ে ইউসুফ আল ক্বারাদাওয়ীর জীবনব্যাপি কর্মকান্ডের পর্যালোচনায় প্রকাশিত ১০৪০ পৃষ্ঠার একটি আরবি সংকলন থেকে অনুবাদ করা হয়েছে। সংকলনটিতে মুসলিম বিশ্বের ৭০ জন সমসাময়িক আলেমের সামষ্টিক প্রশংসার প্রকাশ ঘটেছে।

সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর জন্য, যিনি বিশ্বজগতের মালিক। সালাম ও দরুদ তাঁর মহান রাসুল সা. এর উপর, তাঁর পরিবার ও সাহাবাদের উপর এবং যারা তাঁকে কিয়ামত পর্যন্ত সর্বোত্তম পন্থায় অনুসরণ করবেন তাদের উপর। আমি ১৯৭৪ সালে মুসলিম ওয়ার্ল্ড লীগের ব্যবস্থাপনায় মসজিদ বিষয়ক আন্তর্জাতিক সম্মেলনে যোগ দিতে আমার আব্বা আল্লামা, শাইখ এবং মুফতি মুহাম্মাদ শফীর (আল্লাহর তাঁর উপর রহম করুন) সাথে পবিত্র দুই মসজিদ সফর করেছিলাম। আমরা মক্কার মসজিদুল হারামের পাশে একটি হোটেলে উঠি। একদিন হোটেল থেকে মসজিদুল হারামের দিকে যাচ্ছিলাম।

এলিভেটরে উঠার সময় একজন মর্যাদাসম্পন্ন চেহারার ব্যক্তিকে দেখলাম। তাঁর ভিতর হতে আত্মমর্যাদা এবং আত্মসম্মানবোধের নিশান ঠিকরে বের হচ্ছে যা কেবল গভীর জ্ঞান থেকেই উৎসরিত হতে পারে। তিনি তাঁর আলোকদীপ্ত চেহারা নিয়ে আমার দিকে তাকালেন। আমি তাঁর চেয়ে বয়সে ছোট হওয়া স্বত্ত্বেও তিনিই প্রথম আমাকে সালাম দিলেন। আমি তাঁর সালামের জবাব দিলে, তিনি আমাকে আমার দেশ এবং মক্কায় আসার কারণ জিজ্ঞেস করলেন। প্রশ্নগুলো আমাকে খুব আশ্চর্য করলো, কেননা আমাদের আরব ভাইদের অভিজাত লোকদের মধ্যে যে জিনিসটি আমি প্রায়শই লক্ষ্য করেছি তা হলো, প্রথমে সালাম দেওয়া কিংবা খোঁজ-খবর নেওয়া তো দূরে থাক তারা অনারবদের ততোটা পাত্তাই দেয় না। কিন্তু এই মহান ব্যক্তিটি আমার সাথে কোনো রকম জড়তা ছাড়াই কথা বলছেন, যদিও তিনি বয়সে আমার চেয়ে বড়।

বস্তুত তাঁর নাম, ইলমী মর্যাদা অথবা তাঁর ব্যবহারিক অর্জনের সাথে পরিচিত না হয়েও তাঁর এই গুণটিই আমাকে তাঁর দিকে আকৃষ্ট হতে, তাঁর সাথে সুসম্পর্ক গড়ে তুলতে ও তাঁর মহৎ চরিত্র এবং বিশুদ্ধ ও উন্নত আত্মার সঠিক মূল্যায়ন করতে অনুপ্রাণিত করে। যখন আমি তাকে বললাম যে, আমি আমার আব্বা শাইখ মুফতি মুহাম্মদ শফি সাহেবের সাথে এই সম্মেলনে যোগ দিতে এসেছি, তিনি জানালেন যে, তিনি আমার আব্বাকে তাঁর কিছু লেখার মাধ্যমে চেনেন। এ লেখাগুলোর মধ্যে ইসলামী অর্থনীতিতে সম্পদের বন্টন বিষয়ে আমার আব্বার লেখা গবেষণা পত্রের কথা তিনি উল্লেখ করেন, যা তিনি আল বাথ আল ইসলামীতে পড়েছিলেন। তিনি এ লেখা দ্বারা চমৎকৃত হয়েছিলেন, কেননা এই গবেষণায় অত্যন্ত সহজ ভাষায় অভিনব কিছু চিন্তা সামনে আনা হয়েছে। এতে আমার কাছে এটি পরিস্কার হয়ে গেলো যে, এই ব্যক্তি আলেম এবং জ্ঞানপিপাসুদের একজন যাঁর ইলমী দিগন্ত জাতীয় এবং মহাদেশীয় সীমানা অতিক্রম করেছে। এতে তাঁর প্রতি আমার ভালোবাসা বৃদ্ধি পেলো। আমি তাঁর মহান নামটি জানতে চাইলাম এবং তিনি উত্তর দিলেন ইউসুফ আল ক্বারাদাওয়ী।

এটা ছিল অত্যন্ত বড়মাপের একজন আলেম, ইসলামের একজন মহান দায়ী ড. শায়খ ইউসুফ আল ক্বারাদাওয়ীর সাথে আমার প্রথম সাক্ষাৎ। তাঁর কিছু গুরুত্বপূর্ণ লেখার মাধ্যমে তাঁর সাথে আগেই আমার পরিচয় ঘটেছিল এবং এখন আমি তাঁর উজ্জ্বল

ব্যক্তিত্ব, বিশুদ্ধ ইসলামী চরিত্র এবং উচ্চমাত্রার বিনয়ের সাথে পরিচিত হলাম। এই প্রাথমিক সাক্ষাৎ কয়েক মিনিটের বেশি স্থায়ী ছিলো না; এর মধ্যেই আমরা নিচ তলায় পৌঁছলাম এবং মসজিদে হারামের দিকে হাটতে লাগলাম। কিন্তু এই সাক্ষাৎ পরবর্তী সব সাক্ষাৎগুলোর একটি সুন্দর সূচনার সূত্রপাত করলো এবং এর ফল আমি বিভিন্ন ইসলামী বিশ্বে সম্মেলন, আলোচনা সভা এবং আলেমদের জমায়েতে লাভ করেছি।

কাতার তাঁর ইলমী এবং ইসলামী কাজের ক্ষেত্র হয়ে উঠেছিল। তাঁর পাকিস্তান সফর ও আমার কাতার সফর এবং ধারাবাহিক কিছু সমাবেশে সাক্ষাতের ফলে আমাদের মাঝে এমন সম্পর্ক তৈরি হয় যেন আমরা একই পরিবারের সদস্য। যেহেতু আমি তাঁর নৈকট্য ও সান্নিধ্য পেয়ে ধন্য হয়েছি, এই পরিচিতি তাঁর ব্যক্তিত্বের প্রতি আমার ভালোবাসা, তাঁর গবেষণালব্ধ জ্ঞানভান্ডারের প্রতি শ্রদ্ধা, তাঁর সৎকাজের প্রতি সম্মান এবং ইসলামী উম্মাহর বিভিন্ন বিভাগে তাঁর সংস্কার প্রচেষ্টার প্রতি আমার বিস্ময় বাড়িয়েছে।

কিছু ভাইয়েরা আমাকে এই মহান আলেমের ব্যাপারে কয়েক কলম লিখতে অনুরোধ করেন যা তাঁর গবেষণালব্ধ প্রকাশনা, দাওয়ার ক্ষেত্রে তাঁর কার্যকরী অংশগ্রহণ, তাঁর পঠন-পাঠন ও গবেষণার পর্যালোচনায় প্রণীত একটি বইয়ের অংশ হবে। উদ্যোগটি আমার কাছে প্রশংসাযোগ্য মনে হয়েছে। তবে আমার চারপাশের সামষ্টিক পূর্বানুমান তাঁর লেখার বিশ্লেষণমূলক পাঠ থেকে আমাকে বিরত রেখেছে। বিশ্লেষণমূলক পাঠের পরিবর্তে তাই আমি সংক্ষিপ্তভাবে তাঁর ব্যাপারে আমার কিছু অভিমত প্রকাশ করবো। কেননা যা সামগ্রিকভাবে তুলে আনা যাবে না তা সামগ্রিকভাবে ছেড়ে দেওয়া উচিত নয়। আশা করছি অন্যরা বিশ্লেষণমূলক পর্যালোচনার কাজটি করবে।

> প্রকৃতপক্ষে, সংক্ষিপ্ত এবং দীর্ঘ কলেবরের প্রায় শতাধিক গ্রন্থের প্রণেতা ড. ইউসুফ আল ক্বারাদাওয়ী তাঁর লিখনীর মাধ্যমে ইসলামী সাহিত্য ভান্ডারকে সমৃদ্ধ করেন। এটা বলা হয়তো অত্যুক্তি হবে না যে সমসাময়িক মুসলিম জীবনের এমন কোনো অংশ নেই যা তিনি তাঁর কোন লেখায়, খুতবায় অথবা লেকচারে আলোচনা করেননি। কেবল অল্প সংখ্যক সমকালীন লেখক এবং দাঈয়ের ক্ষেত্রেই এ দাবি করা চলে।

তাঁর বিশাল সম্ভার থেকে যে বইটি আমি প্রথম পুরোটা পড়ি, তা হলো ফিকহ আল-যাকাত। এই তথ্যসমৃদ্ধ, বিশ্বকোষসদৃশ বই থেকে আমি খুবই উপকৃত হয়েছি, যার মাধ্যমে লেখক উম্মাহর আজকের দিনের প্রয়োজনের প্রেক্ষিতে ব্যক্তিক এবং সামষ্টিক পর্যায়ে যাকাত বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে অসাধারণ অবদান রেখেছেন। বস্তুত এই কাজটি লেখকের মেধা এবং তাঁর উদ্ভাবনী পদ্ধতির পরিচায়ক; কেবল যাকাত সংক্রান্ত বিষয়ের স্বচ্ছকরণ ও তাদের সংকলনই নয়, বরঞ্চ ফিকহের নীতি এবং উসুলে ফিক্বহের তত্ত্বের উপর ভিত্তি করে সমসাময়িক বিষয় যেগুলোর ওপরে পূর্বে কেউ হাত দেয়নি, সেগুলোর ওপর গবেষণার ক্ষেত্রেও তিনি উজ্জীবকের ভূমিকা পালন করেছেন।

এই বই সম্পর্কে যে দুটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য উল্লেখ করবো তা হলোঃ প্রথমত, এই বইয়ের লেখকই হলো প্রথম লেখক যিনি বিশদ ও সুক্ষভাবে যাকাতের সমকালীন বাস্তবায়ন নিয়ে আলোচনা করেছেন। কোরআন-সুন্নাহ, সালফে-সালেহীন এবং মুজতাহিদ ইমামদের প্রায়োগিক দৃষ্টান্তের ভিত্তিতে তিনি যেভাবে ফতোয়া দিয়েছেন তেমনটি আর কোনো আধুনিক বিষয়ের ক্ষেত্রে কল্পনা করা যায় না।

দ্বিতীয়ত, যদিও এই বইটির বিষয়বস্তু যাকাত সংশ্লিষ্ট বিষয়েই সীমাবদ্ধ, তবুও তাঁর উত্তরসূরীদের মধ্যে যারা সমসাময়িক ফিক্বহী বিষয়াদি নিয়ে লিখতে চান তাদের জন্য বইটি আলোকবর্তিকা হিসাবে কাজ করবে কেননা ফিক্বহের গবেষকদের জন্য এই বইটি একটি উত্তম দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে। এই বইটি ব্যবহারিকভাবে তাদের কাছে ব্যাখ্যা করে কীভাবে ইসলামের ফিকহী মহাসাগর থেকে কাঙ্খিত মুক্তা বের করে আনা যায়; কীভাবে সমসাময়িক সমস্যার সমাধানে অতীত সূত্রগুলোকে কাজে লাগানো যায়; এবং কীভাবে নতুন ইস্যুর পর্যালোচনায় ক্লাসিক্যাল বই থেকে একই বিষয়ে উপকৃত হওয়া যায়।

> আমি উপরে উল্লেখ করেছি, ড. ইউসুফ আল ক্বারাদাওয়ী সমসাময়িক আলেমদের মধ্যে বুদ্ধিবৃত্তিকভাবে সবচেয়ে বেশি অগ্রগামীদের একজন। একটি বিশেষ ক্ষেত্রে এই অগ্রগামীতা তাঁর মতো অনেকেরই আছে, কিন্তু তাঁর ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য ভাল দিকটি হল অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তিনি মাড়ানো পথে পা বাড়াননি। কেননা পুরানো বিষয়ে লেখার ক্ষেত্রে লেখক যদি নতুন কোনো চিন্তা না আনতে পারেন তাহলে ঐ নির্দিষ্ট বিষয়ের লেখকদের মধ্যে নাম অন্তর্ভূক্তকরণ ছাড়া আর কোনো উপকারই হয় না। প্রকৃতপক্ষে, ঐ লেখাগুলোই উপকারী যাতে লেখক তাঁর লেখনির মাধ্যমে নতুন কিছু আনেন যা কোনো বিষয়ে জ্ঞানের শূণ্যস্থান পূরণ করে অথবা যা দ্বারা পুরানো বিষয়ের অস্বচ্ছ

ধারণা আলোকিত হয়, অথবা যার মাধ্যমে চিন্তার নতুন দিগন্ত উন্মোচিত হয় কিংবা যা পাঠকের জ্ঞান বিভিন্নভাবে বৃদ্ধি করে।

আমরা ড. ক্বারাদাওয়ীর কাজে নতুন সুফল দানকারী দৃষ্টান্তের অভাব দেখি না। প্রায়শই তিনি তাঁর লেখার ক্ষেত্রে এমন বিষয় নির্বাচন করেন যেগুলোর ক্ষেত্রে তাঁর পূর্বে কোন লেখকই দৃষ্টিপাত করেননি। উদাহরণস্বরুপ তাঁর লিখিত অগ্রাধিকারের ফিকহ (On the Fiqh of Priorities) বিবেচনা করুন। এতে তিনি গুরুত্বপূর্ণ একটি ইসলামী মূলনীতির বিষয়ে আলোচনা করেছেন যা অনেকেই এড়িয়ে গিয়েছেন, এমনকি ইসলামী পন্ডিত আর দাঈরাও। এটি এড়িয়ে যাওয়ার ফলে মুসলমানদের মাঝে বিরাট ফিতনা সৃষ্টি হয়েছে এবং তা স্বত্ত্বেও কোন লেখকই এই বিষয়ের ওপর স্বাধীন কোনো কাজ করেননি। যখন কোন ব্যক্তি এ ধরণের কোনো বই পড়েন, তাঁর মনে হতে থাকে লেখক এমন বিষয়ে চিন্তাধারা ব্যক্ত করছেন যা আলেমদের মনে দীর্ঘদিন সুপ্তাবস্থায় বিরাজ করছিল। লেখক যেন এ বিষয়টিকে একটি ভাষা দিয়েছেন এবং এটিকে এমনভাবে সংকলন করেছেন ও যথার্থতা দান করেছেন যাতে এর উপকার আরো বেশি সার্বজনীন হয়ে উঠেছে।

অনেক সময়ই তিনি পুরনো একটি বিষয়কে বেছে নেন কিন্তু এটিকে নতুন দৃষ্টিভংগি দিয়ে যাচাই করেন এবং অভিনব উপায়ে বিষয়টি অধ্যয়ন করেন। উদাহরণস্বরুপ তাঁর লিখিত সুন্নাহ: জ্ঞান এবং সভ্যতার উৎস বইটি বিবেচনা করুন। এই বইয়ে তিনি রাসুল সা. এর সুন্নাহসমূহের মূল্যবান সংকলন করেছেন; সুন্নাহর কিতাব ও অনুচ্ছেদসমূহ থেকে বিভিন্ন মূল্যবান বিষয় তুলে এনেছেন এবং এগুলোকে নতুন শিরোনামের অধীনে এমনভাবে সাজিয়েছেন যাতে আমাদের সামনে এটি পরিষ্কার হয়ে উঠে যে রাসুল সা. এর সুন্নাহ আমাদের জীবনের সমস্ত বিষয়ের জন্যই আদর্শ, এমনকি আধুনিক সভ্যতার সাথে সম্পৃক্ত বিষয়াদির ক্ষেত্রেও।

এতে কোন সন্দেহ নেই যে ইসলামী ফিক্বহের একজন নগন্য ছাত্র হিসেবে আমি ড. ক্বারাদাওয়ীর বইগুলো থেকে ব্যাপকভাবে উপকৃত হয়েছি এবং তাঁর অধিকাংশ কাজের প্রতি আমার চরম বিস্ময় রয়েছে। তবে কিছু কিছু নির্দিষ্ট বিষয়ে তিনি যে সিদ্ধান্ত টেনেছেন তার সাথে আমি একমত নই। কিন্তু এই ধরণের মতপার্থক্য (ইখতিলাফ) ইজতিহাদী বিচারে স্বাভাবিক যা কখনোই কোন লেখককে বিচার করার জন্য [একমাত্র] ভিত্তি হতে পারে না যতক্ষণ পর্যন্ত না আলেমরা এরূপ মতব্যক্তকারী ব্যক্তিকে বুদ্ধিবৃত্তিক অথবা দ্বীনের ক্ষেত্রে দুর্বল সাব্যস্ত করেন অথবা এই ইখতিলাফ জ্ঞান ও দাওয়ার ক্ষেত্রে এইসব বইয়ের গুরুত্ব ও মূল্য বিন্দুমাত্র না কমায়।

প্রকৃতপক্ষে, ড. ক্বারাদাওয়ী ইসলামী সাহিত্য সম্ভারকে সমৃদ্ধ করেছেন যা গবেষকদের তৃষ্ণা মিটিয়েছে, ইসলামের দাঈ ও তালেবে ইলমদের প্রয়োজন পূরণ করেছে এবং চিন্তাশীলদের জন্য নতুন দিগন্ত উন্মোচন করেছে। তাই দোয়া করি আল্লাহ সুবাহানাহু ওয়া তায়ালা যেন তাঁকে উত্তম প্রতিদান দেন এবং উদারভাবে তাঁকে পুরস্কৃত করেন।

অতঃপর এ কথা বলতেই হয় যে, পূর্বে উল্লিখিত বই ও কাজগুলো দ্বারা আমি যতটা প্রভাবিত হয়েছি তার চাইতেও অনেক বেশি প্রভাবিত হয়েছি ড. দ্বারা।

দূর্ভাগ্যবশত আজকের দিনে দেখা যায়, যে সমস্ত ব্যক্তি তাদের লিখনিতে উঁচুমাত্রার চিন্তাধারা তুলে আনেন এবং তাদের বক্তৃতা ও লেকচারসমূহে উৎকৃষ্ট মানের তত্ত্ব বর্ণনা করেন প্রায়শ তারা ব্যক্তিগত জীবনে সাধারণ মানুষের পর্যায়েও পৌছাতে পারেন না; এমনকি মাঝে মাঝে তাদের চাইতেও নিম্ন পর্যায়ে অবস্থান করেন।

আর ড. ইউসুফ আল ক্বারাদাওয়ীর কথা বলতে গেলে, আল্লাহ আমাকে অনেকবার তাঁর সাথে একত্রে সফর করার ও সাথে থাকার এবং ধারাবাহিক ও দীর্ঘ বৈঠকে তাঁর সাথে বসার ও কাজ করার সুযোগ দিয়েছেন। এর মধ্য দিয়ে আমি তাঁর ব্যক্তিত্বে অনুসরণীয় ইসলামী গুণাবলীর প্রতিফলন দেখেছি কেননা একজন মুসলিম হওয়ার পূর্বে তিনি একজন মানুষ, একজন দাঈ হওয়ার আগে তিনি একজন পরহেজগার মুসলিম এবং একজন আলেম ও ফকীহ হওয়ার পূর্বে তিনি একজন দাঈ।

আল্লাহ সুবাহানাহু তায়ালা তাঁর নেক হায়াত দীর্ঘায়িত করুন এবং ইসলাম ও মুসলিমদের জন্য তাঁকে একটি সম্পদ হিসেবে সংরক্ষণ করুন এবং তাঁর খেদমত দ্বারা আল্লাহর বান্দা ও জমিনকে রহম করুন।

শুরু এবং শেষ সর্বাবস্থায় আল্লাহর প্রশংসা জানাই।

সূত্রঃ VirtualMosque.com

তকী উসমানী

বিচারপতি মাওলানা মুফতী মুহাম্মাদ তাকী উসমানী (জন্ম: ১৯৪৩, ভারতের উত্তর প্রদেশের সাহারানপুর জেলার দেওবন্দ নামক স্থানে) পাকিস্তানের একজন প্রখ্যাত ইসলামী ব্যক্তিত্ব। তিনি হাদীস, ইসলামী ফিকহ, তাসাউফ ও অর্থনীতিতে বিশেষজ্ঞ। তিনি বর্তমানে ইসলামী অর্থনীতিতে সক্রিয় ব্যক্তিদের অন্যতম। তিনি ১৯৮০ সাল থেকে ১৯৮২ সাল পর্যন্ত পাকিস্তানের কেন্দ্রীয় শরীয়াহ আদালতের এবং ১৯৮২ থেকে ২০০২ সাল পর্যন্ত পাকিস্তান সুপ্রিম কোর্টের শরীয়াহ আপিল বেঞ্চের বিচারক ছিলেন। তিনি বিখ্যাত তাফসীরগ্রন্থ মাআরিফুল কোরআনএর রচয়িতা মুফতি শফী উসমানীর সন্তান । বর্তমানে তিনি দারুল উলুম করাচীতে সহীহ বুখারী, ফিকহ এবং ইসলামী অর্থনীতির দরস দেন।
পরিবারে মায়ের কাছেই তাঁর প্রাথমিক শিক্ষা শুরু হয়। মার কাছেই তিনি উর্দু ও ফার্সি ভাষার প্রাথমিক পাঠ গ্রহণ করেন। ১৯৫৩ খ্রিষ্টাব্দে আট বছর বয়সে তিনি দারুল উলুম করাচিতে ভর্তি হন। ১৯৫৯ খ্রিষ্টাব্দে তিনি এই প্রতিষ্ঠান থেকেই দরসে নেযামি সিলেবাসের সর্বোচ্চ স্তর দাওরা হাদিস সমাপন করেন। দাওরা হাদিসের কেন্দ্রীয় পরীক্ষায় তিনি সর্বকালের সেরা নম্বর পেয়ে উত্তীর্ণ হন। এরপর তিনি তাঁর পিতা মুফতি শফী উসমানীর তত্ত্বাবধানে ইসলামী ফিকহে উচ্চতর শিক্ষা অর্জন করেন। ১৯৬১ খ্রিষ্টাব্দে তিনি দারুল উলুম করাচী থেকে ফিক্হ ও ফতোয়ার ওপর তাখাস্সুস (পি.এইচ.ডির সমমানের ডিগ্রি) সম্পন্ন করেন। ১৯৬৪ খ্রিষ্টাব্দে তিনি করাচি বিশ্ববিদ্যালয় থেকে অর্থনীতি এবং রাজনীতি বিজ্ঞানে বি.কম এবং ১৯৭০ খ্রিষ্টাব্দে একই বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এল.এল.বি পাশ করেন। এছাড়া তিনি পাঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয় থেকে আরবি ভাষা ও সাহিত্যে এম.এ ডিগ্রিও অর্জন করেন। তিনি শায়খ হাসান মাশাত, মুফতী মুহাম্মদ শফী উসমানী, মাওলানা ইদ্রীস কান্দলভী, মুফতী রশীদ আহমাদ লুধিয়ানভী এবং শায়খুল হাদীস মুহাম্মদ যাকারিয়া কান্ধলভীর কাছ থেকে হাদীস বর্ণনার ইজাযত (অনুমতি) গ্রহণ করেন। ১৯৫৯ খ্রিষ্টাব্দে দাওরা হাদিস সমাপনের পর থেকেই তিনি দারুল উলুম করাচিতে অধ্যাপনা করে আসছেন। ১৯৮২ খ্রিষ্টাব্দ থেকে ২০০২ খ্রিষ্টাব্দের মে মাস পর্যন্ত তিনি পাকিস্তান সুপ্রিম কোর্টের শরিয়া এ্যাপ্লাইট বেঞ্চের বিচারক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। মিজান ব্যাংক প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে পাকিস্তানে সর্বপ্রথম তিনিই ইসলামী ব্যাংকিং চালু করেন। প্রতি সপ্তাহের রবিবার তিনি করাচীর দারুল উলুম মাদরাসায় তাযকিয়াহ তথা আত্মশুদ্ধি সম্পর্কে বয়ান করেন। ১৯৭০ সালে প্রেসিডেন্ট যুলফিকার আলী ভুট্টোর আমলে পাকিস্তান ন্যাশনাল এ্যাসেম্বলি কর্তৃক কাদিয়ানীদের অমুসলিম ঘোষণা করার ব্যাপারে আলিমদের মধ্য হতে তিনি অগ্রণী ভূমিকা পালন করেন।
জেনারেল জিয়াউল হকের শাসনামলে হদ্দ,ক্বিসাস এবং দিয়ত সম্পর্কিত আইন প্রণয়নে তিনি অগ্রবর্তি ভূমিকা পালন করেন। ১৯৬৭ সাল থেকে তিনি উর্দূ মাসিক পত্রিকা আল-বালাগ এবং ১৯৯০ সাল থেকে ইংরেজি মাসিক পত্রিকা আল-বালাগ ইন্টারন্যাশনালের প্রধান সম্পাদক পদে আছেন। ইসলামী ব্যাংকিং ও অর্থনীতি সম্পর্কে তিনি বিভিন্ন পত্রিকা ও সাময়িকীতে বহু প্রবন্ধ লিখেছেন। আরবী, ইংরেজি ও উর্দুভাষায় তার রচিত বইয়ের সংখ্যা ৬০ এরও অধিক। বাংলাসহ বিশ্বের প্রায় ৭০টি ভাষায় তাঁর বই অনুদিত হয়েছে।
তিনি দেশি-বিদেশি অনেক সংগঠনের ও সংস্থার বিভিন্ন দায়িত্বে ছিলেন এবং এখনও আছেন। এদের মাঝে, দারুল উলূম করাচির শায়খুল হাদিস ও নায়েবে মুহতামিম, চেয়্যারম্যন, আন্তর্জাতিক স্ট্যান্ডার্ড শরীয়াহ কাউন্সিল, ইসলামিক অর্থনৈতিক একাউন্টিং ও পরিদর্শন সংস্থা, বাহরাইন, স্থায়ী সদস্য, আন্তর্জাতিক ফিকহ একাডেমি , জেদ্দা (ও আই সির অঙ্গপ্রতিষ্ঠান), চেয়্যারম্যন, সেন্টার ফর ইসলামিক ইকোনোমিকস, পাকিস্তান (১৯৯১ থেকে), তাকী উসমানী আন্তর্জাতিক ফিকহ একাডেমি (ওআইসির একটি শাখা সংস্থা) এর একজন স্থায়ী সদস্য। তিনি ৯ বছর তিনি আন্তর্জাতিক ফিকহ একাডেমির ভাইস চেয়ারম্যানও ছিলেন। ।
২০০৪ সালের মার্চ মাসে মাওলানা তাকী উসমানীকে দুবাইয়ে আন্তর্জাতিক ইসলামী অর্থনীতি সংস্থার International Islamic Finance Forum (IIFF) বার্ষিক অনুষ্ঠানে সংযুক্ত আরব আমিরাতের প্রধানমন্ত্রি ইসলামী অর্থনীতিতে তাঁর অবদান ও অর্জনের কারণে বিশেষ সম্মাননা প্রদান করে।
বাংলায় অনুদিত বইয়ের মাঝে অন্যতমঃ হযরত থানবী [রহ.] এর রাজনৈতিক চিন্তাধারা, আধুনিক কিছু ব্যবসা ও তাঁর শরয়ী বিধান, আল কুরআনের জ্ঞান-বিজ্ঞান, আসুন সংশোধন হই, ইসলাম ও আধুনিক অর্থব্যবস্থা, ইসলাম ও আধুনিক অর্থনীতি ও ব্যবসায় নীতি, ইতিহাসের কাঠগড়ায় হযরত মুআবিয়া রা., আপন ঘর বাঁচান, ইসলাম ও আধুনিক অর্থব্যবস্থা সিরিজ (১-৮), ইসলাম ও আধুনিকতা, ইসলাম ও আমাদের জীবন, ইসলাম ও রাজনীতি, ইসলামী ফিক্বহের আলোকে সুদবিহীন ব্যাংকিং, ইসলামী ব্যাংকিং ও অর্থায়ন পদ্ধতিঃ সমস্যা ও সমাধান, ইসলাহি গল্প (২ খন্ডে), ইসলাহী মাজালিস (মোট ৬ খন্ড), এলেম এবং উলামাদের ফযীলত, গ্রন্থ পর্যালোচনা, কওমী মাদসারার নেসাব ও নেযামঃ দরসে নেযামের কিতাবসমূহের পাঠদান পদ্ধতি, তাফসীরে তাকী উসমানী, দরসে তিরমিযী, দুনিয়াজোড়া বিস্ময়কর সফর, দুনিয়ার ওপারে, নির্বাচিত গল্প, ফতোয়ায়ে উসমানী, ফিকহি মাকালাত, বরেণ্যদের স্মৃতিচারণ, বর্তমান প্রেক্ষাপটে ফারেগীন ছাত্রদের দায়িত্ব ও কর্তব্য, সীরাতুন্নবী ও আমাদের যিন্দিগী, সমাজ সংশোধনের দিক নির্দেশনা, নামে মুসলমান কাজে খ্রিস্টান, সমাজ সংশোধনের দিক নির্দেশনা, মুফতি শফি রহ. এর শায়েখ ও আকাবির, পরকালের সম্বল সহজে নেকি অর্জন, ইত্যাদি অন্যতম। তাঁর বইয়ের লিস্ট পাবেন এখানে -
http://www.wafilife.com/product-category/books/author/shaikul-islam-mufti-muhammad-taki-usmani/
শাইখের ব্যক্তিগত ওয়েবসাইট - http://www.muftitaqiusmani.com/ (উর্দূ, আরবী এবং ইংরেজিতে)